শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

—কাজী কাদের নওয়াজ

শিখনফল : **এ পাঠ থেকে আমরা যা জানবো–**	● মহান সম্রাট আলমগীরের শিক্ষকের প্রতি মর্যাদাবোধ ● মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে। এ মর্যাদা প্রাণের চেয়ে অনেক সময় বড় ● একজন শিক্ষকের মর্যাদা অন্য সবার উপরে ● সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকলে কোনো রাজা–বাদশাহকে ভয় করার কারণ নেই ● মানুষের মর্যাদা তার প্রাণের চেয়ে অনেক বড়

● কবি পরিচিতি

নাম	কাজী কাদের নওয়াজ।
জন্ম পরিচয়	১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি। জন্মস্থান : পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে। পিতৃভূমি : বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট।
শিক্ষাজীবন	তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও বিটি পাশ করেন।
ভাষা জ্ঞান	তিনি বাংলা, ইংরেজি, ফারাসি, হিন্দি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।
পেশা/ কর্মজীবন	চাকরি জীবনের প্রথমে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর, পরে বিভিন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।
সাহিত্য সাধন	নীতিকথা ও কাহিনিমূলক শিশুতোষ কবিতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন।
পুরস্কার ও সম্মাননা	১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করেন।
জীবননাবসান	১৯৮৩ সালের ৩রা জানুয়ারি তিনি জীবননাবসান করেন।

● মূলভাব/সারসংক্ষেপ :

'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় শিক্ষকের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কতিায় শিক্ষক একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ আলমগীরের ছেলের দ্বারা পায়ে পানি ঢেলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহ আলমগীর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বাদশাহ আলমগীর প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর সন্তান পানি ঢেলে নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুয়ে দেবেন। তবেই না তাঁর সন্তান নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম নিয়ে দেশের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। বাদশাহ আলমগীর উপলব্ধি করেছিলেন, যে ছাত্র শিক্ষকের সেবা করতে জানে না, সে কখনো পরিবার, সমাজ ও দেশের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।

'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষা হলো একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষক হলেন কাণ্ডারি। প্রতিটি সমাজ ও দেশের জন্য শিক্ষকের অবদান অপরিসীম। তাই সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে।

● পাঠের উদ্দেশ্য :

শিক্ষকের মর্যাদা যে অপরাপর সবার উপরে তা মূলমতি শিশুদের কাছে তুলে ধরা।

● এ অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি :

➢ মৌলবি গৃহশিক্ষকের পদযুগলে পানি ঢালছিল বাদশাহ আলমগীরের পুত্র।
➢ বাদশাহ্ পুত্রের শিক্ষকের পায়ে পানি ঢালার দৃশ্য দেখে মনঃক্ষুণ্ন হন।
➢ শিক্ষক প্রথমে ভয় পেলেও পরবর্তীতে আত্মমর্যাদায় উদ্বেলিত হন।
➢ বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে দরবারে ডেকে নিয়ে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
➢ বাদশাহ আলমগীর বোঝাতে চান, তার ছেলের উচিত ছিল নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুইয়ে দেওয়া।
➢ বাদশাহর বক্তব্যে শিক্ষাগুরুর মর্যাদ বৃদ্ধি পায়।

● বানান সতর্কতা :

সতর্কতার সাথে নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই–
শিক্ষা, গুরু, কাণ্ডারি, শিশু, স্কুল, দায়িত্ব, সাহিত্যে, অনার্স, স্থান, দেশপ্রেম, উপলব্ধি, মেরুদণ্ড, মূল্যবোধ, প্রত্যাশা, সন্তান।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

১. পাঠের মূলভাব লেখ।

উত্তর : উপরে পাঠের মূল অংশ দেখ।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কুমার, শাহজাদা, বারি, চরণ, শির, শাহানশাহ, প্রক্ষালন, কুর্নিশ

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	অর্থ
কুমার	পুত্র, ছেলে।
শাহজাদা	রাজার ছেলে।
বারি	পানি।
চরণ	পা।
শির	মাথা।
শাহানশাহ	বাদশাহ, রাজা।
প্রক্ষালন	ধৌত করা।
কুর্নিশ	মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা জানানো।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কুমার	বারি	চরণ
শির	শাহানশাহ	কুর্নিশ

ক. পিতার ...... হাত রেখে পুত্র দোয়া চাইল।
খ. বর্ষাকালে প্রবল ...... বর্ষণ হয়।
গ. আগের দিন হাতি-ঘোড়া চড়ে ...... শিকারে যেতেন।
ঘ. উজির বাদশাহকে ...... করলেন।
ঙ. ...... আলমগীর ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ শাসক।
চ. অন্যায়ের কাছে কখনো ...... নত করব না।

উত্তর :

ক. পিতার **চরণে** হাত রেখে পুত্র দোয়া চাইল।
খ. বর্ষাকালে প্রবল **বারি** বর্ষণ হয়।
গ. আগের দিনে হাতি-ঘোড়া চড়ে **কুমার** শিকারে যেতেন।
ঘ. উজির বাদশাহকে **কুর্নিশ** করলেন।
ঙ. **শাহানশাহ** আলমগীর ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ শাসক।
চ. অন্যায়ের কাছে কখনো **শির** নত করব না।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

প্রশ্ন–ক. বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে কে পড়াতেন?

উত্তর : বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে পড়াতেন এক মৌলবি।

প্রশ্ন–খ. একদিন সকালে বাদশাহ কী দেখতে পেলেন?

উত্তর : একদিন সকালে বাদশাহ আলমগীর দেখতে পেলেন, রাজকুমার তার মৌলবি শিক্ষকের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর শিক্ষক নিজে হাত দিয়ে পা ধৌত করছেন।

প্রশ্ন–গ. বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে কী ভাবলেন?

উত্তর : বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে খানিকটা ভয় পেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন দিল্লির শাহানশাহের পুত্রকে দিয়ে নিজ পায়ে পানি ঢালিয়েছেন এটা খুবই স্পর্ধার কাজ। এ জন্য হয়তো তিনি শাস্তিও পেতে পারেন।

প্রশ্ন–ঘ. 'প্রাণের চেয়েও মান বড়'– শিক্ষক এ কথা বললেন কেন?

উত্তর : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে। এ মর্যাদা প্রাণের চেয়ে অনেক সময় বড় হয়ে দাঁড়ায়। আলোচ্য কবিতায় আমরা দেখি, এক শিক্ষক দিল্লির শাহানশাহের পুত্রকে দিয়ে নিজ পায়ে পানি ঢালিয়েছেন; এটা খুবই স্পর্ধার কাজ। এজন্য হয়তো তিনি শাস্তিও পেতে পারেন। কিন্তু একটু পরেই তার মাথায় অন্য ভাবনা আসলো। তিনি চিন্তা করলেন, শিক্ষক হিসেবে তাঁর মর্যাদা সবার উপরে, তাই বাদশাহকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। বাদশাহ অন্যায়ভাবে প্রাণদণ্ড দিতে চাইলেও তিনি ভীত হবেন না। কারণ প্রাণের চেয়েও সম্মান অনেক বড়।

প্রশ্ন–ঙ. বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে প্রথমে কী বললেন?

উত্তর : বাদশাহ আলমগীর মৌলবিকে রাজদরবারে ডেকে নিয়ে বললেন, জনাব আমার পুত্র আপনার কাছ থেকে ভদ্রতা বা সৌজন্য কিছুই শিখে নাই। বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনদের প্রতি অবহেলা। তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, রাজকুমার নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুইয়ে না দিয়ে বেয়াদবি করেছে। আর এজন্য দায়ী হচ্ছেন স্বয়ং শিক্ষক।

প্রশ্ন–চ. শিক্ষক কী বলে বাদশাহর সুনাম করলেন?

উত্তর : শিক্ষক বাদশাহকে কুর্নিশ করে বলে উঠলেন, বাদশাহ আপনি অনেক মহৎ, অনেক উদার। আজ থেকে আপনি শিক্ষাগুরুর মর্যাদাকে চির উন্নত করলেন। কবির ভাষায়,

'আজ হতে চির উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির
সত্যই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর।'

৫. নিচের বাক্যগুলো বুঝে নিই।

শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, 'শুনুন জনাব তবে,
পুত্র আমার আপনার কাছে
সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?
বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকাল বেলা।'

৬. ক্ষ, স্ব, স্ম, স্ত্র– প্রত্যেকটি যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে তিনটি করে শব্দ লিখি। যেমন–

ক্ষ = ক্ + ষ — ক্ষয়, শিক্ষ, সক্ষম।
স্ব = স্ + ব —
স্ম = স্ + ম —
স্ত্র = স্ + ত্ + র —

উত্তর :

স্ব = স্ + ব — স্বদেশ, স্বপ্ন, স্বরাজ।
স্ম = স্ + ম — স্মরণ, বিস্ময়, সুস্ময়।
স্ত্র = স্ + ত্ + র — অস্ত্র, স্ত্রী, বস্ত্র।

৭. বিপরীত শব্দগুলো ঠিকমতো সাজাই।

বড়	অপযশ	বিষাদ	অপমান
মান	অবনত	উন্নত	ছোট
যশ	বিকাল	সকাল	হর্ষ

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
বড়	ছোট	বিষাদ	হর্ষ
মান	অপমান	উন্নত	অবনত
যশ	অপযশ	সকাল	বিকাল

■ **কবি পরিচিতি :**

উত্তর : অত্র পাঠের শুরুতে দেখ।

সমাপনীর পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা কী জান? প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে দু'ধরনের প্রশ্ন থাকে। একটি হলো যোগ্যতাভিত্তিক (পাঠ্যবই বহির্ভূত) অপরটি হলো সাধারণ প্রশ্ন (পাঠ্যবই ভিত্তিক)। নিচে তোমাদের জন্য NAPE (নেপ) কর্তৃক সর্বশেষ সংশোধিত প্রশ্নের ধারা অনুসরণে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ও বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর পরামর্শক্রমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যোগ্যতাভিত্তিক ও সাধারণ প্রশ্ন প্রদত্ত হলো। আশা করি এগুলো অনুশীলনে তোমাদের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হবে।

পাঠ–১ : পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ.

নিচের কবিতাংশটি পড় ১, ২, ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর লেখ :

বাদশাহ আলমগীর–
কুমারে তাঁহার পড়াইত এক মৌলবি দিল্লির ।
একদা প্রভাতে গিয়া
দেখেন বাদশাহ-শাহজাদা এক পাত্র হস্তে নিয়া
ঢালিতেছে বারি গুরুর চরণে
পুলকিত হৃদে আনত-নয়নে,
শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরি পায়ের ধূলি
ধুয়ে-মুছে সব করিছেন সাফ সঞ্চারি অঙ্গুলি।
শিক্ষক মৌলবি
ভাবিলেন, আজি নিস্তার নাহি, যায় বুঝি তাঁর সবি।
দিল্লিপতির পুত্রের করে
লইয়াছে পানি চরণের পরে,
স্পর্ধার কাজ, হেন অপরাধ কে করেছে – কোন কালে!
ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার রেখা দেখা দিল তাঁর ভালে।

১. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ :

i. কবিতাটির সারমর্ম কী?
ⓚ শিক্ষকের মর্যাদা ⓛ ছাত্রের মর্যাদা
ⓖ বাদশাহের মর্যাদা ⓘ ছাত্র ও শিক্ষকের মর্যাদা

ii. বাদশাহ আলমগীর কার কর্মে সন্তুষ্ঠ হতে পারেননি?
ⓚ শিক্ষকের ⓛ সাধারণ জনগণের
ⓖ শাহজাদার ⓘ দিলিরবাসির

iii. শাহজাদার শিক্ষাগুরু কোন শহরের অধিবাসী ছিলেন?
ⓚ সৌদির ⓛ মক্কার ⓖ মদিনার ⓘ দিলির

iv. 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় 'প্রাণের চেয়ে মান বড়' একথা উচ্চারণ করেছিলেন–
ⓚ বাদশাহ ⓛ শাহজাদা ⓖ শিক্ষক ⓘ দিলিরবাসি

v. বাদশাহ কোন দেশের অধিপতি ছিলেন?
ⓚ দিলির ⓛ রিয়াদের
ⓖ মক্কার ⓘ ইসলামাবাদের

উত্তর: (i) ⓚ শিক্ষকের মর্যাদা; (ii) ⓖ শাহজাদার; (iii) ⓘ দিলির; (iv) ⓖ শিক্ষক; (v) ⓚ দিলির।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ :

(ক) দিলির মৌলবি কার পুত্রকে পড়াতেন?
উত্তর : দিল্লির মৌলবি সাহেব বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে পড়াতেন।

(খ) বাদশাহ আলমগীর কিসের অধিপতি ছিলেন?
উত্তর : বাদশাহ আলমগীর দিলির অধিপতি ছিলেন।

(গ) শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কেমন ৩টি বাক্যে বুঝিয়ে বলো।
উত্তর : শিক্ষক সবার উপরে। তাঁর মর্যাদা সৃষ্টি কর্তার পরেই। শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষক হলেন জাতির কান্ডারি।

৩. প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লেখ :
চরণ, কুর্নিশ, বারি, শাহজাদা, শাহানশাহ
উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	অর্থ
চরণ	পা, পাও
কুর্নিশ	মাথা নিচু করে শ্রদ্ধা জানানো
বারি	পানি, জল
শাহজাদা	রাজার ছেলে বা কুমার
শাহানশাহ	বাদশাহ, রাজা

৪. প্রদত্ত অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ :
উত্তর : 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় শিক্ষক একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ আলমগীরের ছেলের দ্বারা পায়ে পানি ঢেলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহ আলমগীর এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বাদশাহ আলমগীর প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর সন্তান পানি ঢেলে নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুয়ে দেবেন। বাদশাহের মতে এ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষক শাহজাদার হাতে পানি ঢালিয়ে প্রথমে ভয় পেয়ে গেলেও শেষে তিনি এও ভাবলেন যে, শিক্ষকই সবার উপরে, শিক্ষকই শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মর্যাদা অপরিসীম।

পাঠ–২ : পাঠ্যবই বহির্ভূত অনুচ্ছেদ

নিচের কবিতাংশটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ
মাঠ ভরা ধান আর জল ভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পূর্ব দিকে ওঠে
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

৫. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:

(i) গ্রামটি কেমন?
ⓚ সুন্দর ⓛ চমৎকার ⓖ বড় ⓘ ছোটো

(ii) গ্রামটি কার সমান?
ⓚ ভাইয়ের ⓛ বোনের ⓖ মায়ের ⓘ আত্মীয়ের

(iii) জলভরা কী?
ⓚ ঘড়া ⓛ ডোবা ⓖ নদী ⓘ দিঘি

(iv) কিসের কিরণ লাগে?
ⓚ চাঁদের ⓛ সূর্যের ⓖ রবির ⓘ বাতির

(v) রবি কোন দিকে ওঠে?
ⓚ পশ্চিম ⓛ পূর্ব ⓖ দক্ষিণ ⓘ উত্তর

উত্তর: (i) ⓘ ছোটো; (ii) ⓖ মায়ের; (iii) ⓘ দিঘি; (iv) ⓚ চাঁদের; (v) ⓛ পূর্ব।

৬. নিচে কয়েকটি শব্দ এবং শব্দার্থ দেয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর:

শব্দ	শব্দার্থ
মা	গর্ভধারিণী
ধান	এক প্রকার শস্য
প্রাণ	জীবন
মিলেমিশে	একসাথে
বায়ু	বাতাস

ক. নিজের গ্রাম —— সমান।

খ. মাঠভরা থাকে ———।

গ. আলো ও বায়ু নিয়ে আমাদের —— বাঁচে।

ঘ. গ্রামে আমগাছ, জামগাছ ও বাঁশঝাড়—— থাকে।

ঙ. সকালে সূর্য ওঠে, পাখি ডাকে —— বয় নানা ফুল ফোটে।

উত্তর: ক. মায়ের; খ. ধান; গ. প্রাণ; ঘ. মিলেমিশে; ঙ. বায়ু।

৭. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. তোমাদের গ্রাম সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখ।

উত্তর : আমাদের গ্রাম সম্পর্কে ৫টি বাক্য নিচে দেয়া হলো :

১. আমাদের গ্রামটি খুবই ছোট।
২. এখানের মানুষগুলো আত্মীয়ের মতো।
৩. গ্রামটির আলো, বাতাস ও ছায়া যেন মায়ের মতো।
৪. আমি আমার গ্রামকে খুবই ভালোবাসি।
৫. আমাদের গ্রামের মানুষ বেশ শিক্ষিত।

খ. অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের একটি ছোটো গ্রামের বর্ণনা দাও।

উত্তর: গ্রাম মানবসভ্যতার সৃষ্টিগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে এদেশের গ্রামগুলোর অবস্থান। নির্মল বায়ু এবং প্রাণদায়িনী আলোর অবাধ চলাচলে এদেশের গ্রামগুলো মায়ের মতো প্রেমময়ী, সেবাদাত্রী ও নিরাপদ আশ্রয়দাত্রী। এখানে মাঠভরা ধান আর জলভরা দিঘি দেখা যায়। আমগাছ, জামগাছ, বাঁশঝাড় এমনই নানা গাছ একে অপরের গায়ের আত্মীয়ের মতো মিলেমিশে থাকে। এখানে পাখি ডাকে, আর নানা ফুল ফোটে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ছোটো গ্রামগুলো যেন এক একটি স্বর্গপুরী।

গ. আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান বলা হয়েছে কেন?

উত্তর: গ্রামের কাছ থেকে মায়ের মতো স্নেহ ভালোবাসা, আশ্রয় ও সেবা পাওয়া যায় বলে আমাদের ছোটো গ্রামকে মায়ের সমান বলা হয়েছে। এ জগতে মায়ের মতো আপন আশ্রয়, স্নেহ-ভালোবাসার উৎস এবং সেবার অতুলনীয় ঝরনাধারা দ্বিতীয়টি নেই। মা যেমন সন্তানকে খাইয়ে-পরিয়ে, আদর যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে, আশ্রয় ও সহায়তা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন, বড় করে তোলেন, নিজ গ্রামও একজন মানুষের জন্য তেমনটি করে থাকে। তাই কবি আমাদের ছোটো গ্রামকে মায়ের সমান বলেছেন।

পাঠ–৩ : ব্যাকরণ ও নির্মিতি অংশ

৮. নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি তা লেখ এবং প্রদত্ত যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ লেখ :

গ্র, প্র, ত্ম, স্ব, ষ্ম

উত্তর :

যুক্তবর্ণ	বিভাজন	শব্দগঠন
গ্র	গ + র–ফলা	গ্রহণ
প্র	প + র–ফলা	প্রিয়
ত্ম	ত + ম	আত্মা
স্ব	স + ব	স্বদেশ
ষ্ম	ষ + ম	গ্রীষ্ম

বাক্যে প্রয়োগ :

(ক) ১লা জানুয়ারিতে ছাত্ররা বই **গ্রহণ** করলো।
(খ) কবিতা আমার খুব **প্রিয়।**
(গ) শফিক সাহেব আমাদের **আত্মার** আত্মীয়।
(ঘ) **স্বদেশকে** সবাই ভালোবাসে।
(ঙ) **গ্রীষ্মকালে** প্রচণ্ড গরম পড়ে।

৯. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ তা সারিতে সাজাও।
গুরুজন, হাট, প্রার্থনা, নদীমাতৃক, হায়!

উত্তর :

শব্দ	পদ
গুরুজন	বিশেষণ
হাঁট	বিশেষ
প্রার্থনা	বিশেষণ
নদীমাতৃক	বিশেষ্য
হায়!	অব্যয়

১০. নিচের ক্রিয়াপদগুলোর চলিত রূপ লেখ :

(ক) পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা এ জগৎ সৃষ্টি **করিয়াছেন।**
(খ) পাখিরা অসীম আকাশে **উড়িয়া** বেড়ায়।
(গ) ভেবে কাজ করিলে পরিতপ **করিতে** হয় না।
(ঘ) সৃষ্টিকর্তাকে প্রেমময় বলা **হইয়াছে।**
(ঙ) আমরা তাঁর প্রার্থনা করি সঠিক ও পুণ্য পথে **চলিবার** দিশা।

উত্তর :

(ক) পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা এ জগৎ সৃষ্টি **করেছেন।**
(খ) পাখিরা অসীম আকাশে **উড়ে** বেড়ায়।
(গ) ভেবে কাজ করলে পরিতাপ **করতে** হয় না।
(ঘ) সৃষ্টিকর্তাকে প্রেমময় বলা **হয়েছে।**
(ঙ) আমরা তাঁর প্রার্থনা করি সঠিক ও পুণ্য পথে **চলবার** দিশা।

***অথবা,* এক কথায় প্রকাশ কর :**

(ক) যার অন্ত বা শেষ নেই —— অনন্ত।
(খ) যার সীমা নেই —— অসীম।
(গ) অন্যের অনিষ্ট কামনা —— অভিশাপ।
(ঘ) যিনি মনের কথা জানেন —— অন্তর্যামী।
(ঙ) যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন —— সৃষ্টিকর্তা।
(চ) যিনি সব কথা জানেন —— সর্বজান্তা।
(ছ) যিনি দয়া কামনা করেন —— করুণাকামী।

১১. বিপরীত শব্দ লেখ :

দিন, পুণ্য, জীবন, সরল, সম্মান

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
দিন	রাত	পুণ্য	পাপ
জীবন	মরণ	সরল	বক্র
সম্মান	অসম্মান		

***অথবা,* নিচের শব্দগুলোর দুটি করে সমার্থক বা প্রতি শব্দ গঠন কর:**

চরণ, পরিতাপ, প্রার্থনা, ভূলোক, মহান

উত্তর :

শব্দ	–	সমার্থক শব্দ
চরণ	–	পদ, পা।
পরিতাপ	–	দুঃখ, খেদ।
প্রার্থনা	–	মোনাজাত, আবেদন।

ভূলোক	–	পৃথিবী, মর্ত্য।
মহান	–	শ্রেষ্ঠ, মহৎ।

১২. নিচের কবিতার চরণগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক. **কবিতার লাইনগুলো সাজিয়ে লেখ।**

তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি করুণাকামী।
সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
দ্যুলোকে–ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
মোদের দাও গো বলি।
তোমার সকাশে যাচি হে শকতি

খ. **কবিতার অংশটুকু কোন কবিতার অংশ তা লেখ।**
গ. **কবিতাটির কবির নাম কী?**
ঘ. **সৃষ্টিকর্তার কাছে কোন পথে চলার প্রার্থনা করা হয়েছে?**

উত্তর :

ক. নিচে কবিতার লাইনগুলো সাজিয়ে লেখা হলো :

দ্যুলোকে–ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি
তোমারি করুণাকামী।
সরল সঠিক পুণ্য পন্থা
মোদের দাও গো বলি।

খ. কবিতার অংশটুকু 'প্রার্থনা' কবিতার অংশ।
গ. কবিতাটির কবির নাম গোলাম মোস্তফা।
ঘ. পরম পরুণাময় সৃষ্টিকর্তার কাছে সেই পথে চলার প্রার্থনা করা হয়েছে, যে পথে তাঁর প্রিয় নবি-রাসুলগণ চলেছেন। আর যে পথে তাঁর চির অভিশাপ ভ্রান্তি সে পথে পথগামী না করে বরং সরল সঠিক ও পুণ্য পথে চলার প্রার্থনা করা হয়েছে।

***অথবা,* বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি পুনরায় লেখ।**

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আমরা পথভ্রষ্ট হবো না বিপথগামী হবো না কারণ তিনিই আমাদের আলোর পথ দেখান আমাদের জীবনকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন

উত্তর : আলাহ্র কাছে প্রার্থনা করলে আমরা পথভ্রষ্ট হবো না, বিপথগামী হবো না। কারণ, তিনিই আমাদের আলোর পথ দেখান। আমাদের জীবনকে সহজ–সরল পথে পরিচালিত করেন।

১৩. ট্রেনে হাফ টিকিট পাওয়ার জন্য নিচের ফরমটি পূরণ কর। ৫

তারিখ: ০৮/০৩/২০১৭	স্মারক নং– ২২/১২০
নাম :	
মাতার নাম :	
পিতার/অভিভাবকের নাম:	
হাফ টিকিটের কারণ :	
জন্ম তারিখ :	
বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম :	
বর্তমান ঠিকানা :	
স্থায়ী ঠিকানা :	
.... শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর	.... স্বাক্ষর

উত্তর : ফরম পূরণ অংশ দেখ।

১৪. দরখাস্ত বা চিঠি লেখ (১টি) :

মনে করো, তুমি হাফিজ। বিদ্যালয় হতে একটি ছাড়পত্র পাওয়ার দরকার। এখন বিদ্যালয় হতে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানা আবেদন পত্র লেখ।

অথবা, মনে করো, তুমি সমাপনী পরীক্ষার্থী। সমাপনী পরীক্ষা কেমন দিয়েছ জানিয়ে পিতার নিকট পত্র লেখ।

উত্তর : পত্রলিখন অংশ দেখ।

১৫. যেকোনো একটি বিষয়ে রচনা লেখ :

ক. **পাখির জগৎ/ বাংলাদেশের পাখি।**
[সংকেত : ভূমিকা, কাক, চড়ুই, কোকিল, টিয়া, ময়না, ঘুঘু, দোয়েল, চিল ও বাজ পাখি, অতিথি পাখি, উপসংহার।]

খ. **শহিদ তিতুমীর**
[সংকেত : ভূমিকা, জন্ম, তাঁর শৈশখ জীবন, শিক্ষাজীবন, রাজনৈতিক জীবন, যেভাবে শহিদ হলেন, উপসংহার।]

গ. **১৬ ডিসেম্বর/ স্বাধীনতা দিবস**
[সংকেত : সূচনা, ঐতিহাসিক পটভূমি, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় চেতনায় স্বাধীনতা দিবস, উপসংহার।]

ঘ. **আমার প্রিয় শিক্ষক**
[সংকেত : ভূমিকা; আমার প্রিয় শিক্ষক; কেন আমি তাঁকে পছন্দ করি; পড়ানোর নিয়ম; যোগ্যতা; চরিত্র; উপসংহার।]

সমাপনী প্রস্তুতির জন্য আরো কিছু শিখে রাখি

❒ **সমার্থক শব্দ লেখ :**
স্বামী, মহান, দ্যুলোক, ভ্রান্তি, বাদশা

উত্তর :

স্বামী	–	পতি, অধিপতি
মহান	–	শ্রেষ্ঠ, মহৎ, উদার
দ্যুলোক	–	স্বর্গ, বেহেশ্ত
ভ্রান্তি	–	ভ্রম, ভুল
বাদশা	–	রাজা, দেশপতি, দেশপ্রধান

❒ **সাধু ভাষাকে চলিত ভাষায় লেখ :**
বাদশাহ দেখিয়া ভাবিলেন।
শিক্ষক ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইলেন।
শাহজাদা চিন্তিত হইয়া গেলেন।
বাদশাহ শুধাইলে শাস্ত্রের কথা শুনাইব অনর্গল।

উত্তর :
বাদশাহ দেখে ভাবলেন।
শিক্ষক ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হলেন।
শাহজাদা চিন্তত হয়ে গেলেন।
বাদশাহ শুধালে শাস্ত্রের কথা শুনাব অনর্গল।

❒ **নিচের শব্দগুলো কোন পদ তা লেখ :**
উয়ারী, শহর, রাজধানী, ব্যবহার

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	পদ
উয়ারী	বিশেষ্য
শহর	বিশেষ্য
রাজধানী	বিশেষ্য
ব্যবহার	বিশেষণ

বিদায় হজ

শিখনফল : G cvV †_‡K Avgiv hv Rvb‡ev–	
	● মহানবি (স) এর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ। ● প্রতি মানুষের জীবন ও সম্পত্তি একে অপরের কাছে পবিত্র। ● পৃথিবীতে যারা ভালো কাজ করবে তার প্রতিদান দেয়া হবে পরকালে, আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে। ● ক্রিতদাস-ক্রিতদাসীরাও অন্য সবার মতোই মানুষ। তাদের সমান অধিকার দিতে হবে। এদের সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না।

● **মূলভাব/সার-সংক্ষেপ**

দশম হিজরিতে মহানবি (স) জীবনের শেষ হজ পালন করেন। সেখানে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এটাই বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত। বিদায় হজের ভাষণের প্রতিটি বাক্যেই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তিনি সম্মিলিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছেন মূলত তা সমগ্র মানবজাতির জন্য মহামূল্যবান উপদেশ। তিনি বলেছেন, প্রতি মানুষের জীবন ও সম্পত্তি একে অপরের কাছে পবিত্র। আর পৃথিবীতে যারা ভালো কাজ করবে তার প্রতিদান দেয়া হবে পরকালে, আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে। ক্রিতদাস-ক্রিতদাসীরাও অন্য সবার মতোই মানুষ। তাদের সমান অধিকার দিতে হবে। এদের সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। আর ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি চলবে না। আল্লাহ ছাড়া কারো উপসনা করা যাবে না। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা যাবে না। মানুষের সম্পদ অপহরণ করা যাবে না। কারো ওপর অত্যাচার করা যাবে না।

বস্তুত, এসব বিষয় মেনে চলার মাঝেই নিহিত রয়েছে পরকালীন কল্যাণ। তার এ বিষয়গুলো আমাদের কাছে শিক্ষণীয়।

● **পাঠের উদ্দেশ্য :** বিদায় হজ রচনাটি পড়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাসুলের জীবনের শেষ হজ সম্পর্কে জানবে এবং তাঁর দেয়া ভাষণের প্রতিটি বিষয় বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে।

● **প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি :**

- ➢ সম্মিলিতভাবে মহানবী (স) এর বিদায় হজ পালন।
- ➢ বিদায় হজে রাসুল (স) এর ঐতিহাসিক ভাষণ।
- ➢ এতিম অসহায় ও ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা।
- ➢ সমাজে পারস্পারিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা।
- ➢ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধকরণ।
- ➢ আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপসনা না করা।
- ➢ অন্যের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা।
- ➢ কুরআন ও হাদিসই মানবজীবনের মূল পাথেয়।

● **বানান সতর্কতা :** হিজরি, হজ, ঐতিহাসিক, বাক্যে, শিক্ষণীয়, সম্মিলিত, উদ্দেশ্য, মূলত, সমগ্র, মহামূল্যবান, পৃথিবী, মন্দ, শাস্তি, ক্রিতদাস, ক্রিতদাসী, অন্য, ধর্ম, আল্লাহ, অন্যায়ভাবে, হত্যা, সম্পদ, সম্পত্তি, মাঝে, কল্যাণ।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

১. **শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।**

হিজরি	হজ	মহানবী	কাবাশরিফ
আরাফাত	ভাষণ	বান্দা	আমির
উপাসনা	ক্রীতদাস	যিলকাদ	

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	অর্থ
হিজরি	আরবি সাল বা বছর।
হজ	বিশেষ প্রক্রিয়াসম্পন্ন ফরয ইবাদত।
মহানবি	হযরত মুহাম্মদ (স)।
কাবাশরিফ	আল্লাহর ঘর বিশেষ, যা মক্কায় অবস্থিত।
আরাফাত	মক্কার এক সুবিশাল ময়দান।
ভাষণ	বক্তব্য।
বান্দা	উপাসক।
আমির	শাসক, বাদশাহ।
উপাসনা	ইবাদত, আরাধনা।
ক্রীতদাস	কেনা গোলাম।
যিলকাদ	হজের মাস তথা যিলহজের পূর্বের মাস।

২. **ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তেরি করি।**

আরাফাত	ক্রীতদাস	কাবাশরিফ
মহানবি	হিজরি	হজ

ক. দশম .... হজের সময় এসে গেল।
খ. তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে .... পালন করবেন।
গ. .... হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন।
ঘ. যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেন নি তাঁরাও এই মহামানবকে একবার দেখার জন্য .... এলেন।
ঙ. .... ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'হ্যাঁ, আপনি পেরেছেন।'
চ. কোনো .... যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে।

উত্তর :
ক. দশম **হিজরি** হজের সময় এসে গেল।
খ. তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে **হজ** পালন করবেন।
গ. **মহানবি** হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন।
ঘ. যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেন নি তাঁরাও এই মহামনবকে একবার দেখার জন্য **কাবাশরিফ** এলেন।
ঙ. **আরাফাত** ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'হ্যাঁ, আপনি পেরেছেন।'
চ. কোনো **ক্রীতদাস** যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে।

৩. **প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।**

প্রশ্ন–ক. হিজরি কোন সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : দশম হিজরিতে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন–খ. আরাফাত-ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে নবিজির (স) মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?
উত্তর : আরাফাতের ময়দানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে মহানবির (স) মন আনন্দে ভরে গেলো। এতো মানুষ! এরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাবালে রাহমাত নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। হজ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে নবিজির (স) এটিই শেষ ভাষণ। বস্তুত, আরাফাতে লাখো অনুসারীর ঢল দেখে মহানবি (স) ভীষণ খুশি হয়েছিলেন।

প্রশ্ন–গ. মহানবি (স) তাঁর ভাষণে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী সম্পর্কে কী বলেছেন?
উত্তর : এ সম্পর্কে মহানবি (স) বলেন, তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরাও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করো না। তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদেরকেও তাই খেতে দেবে। নিজেরা যে কাপড় পরবে, তাদেরও তাই পরতে দেবে। কোনো ক্রীতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে। তখন বংশ-মর্যাদার কথা বলবে না।

প্রশ্ন–ঘ. ধর্ম সম্পর্কে মহানবি (স) কী উপদেশ দিয়েছেন?
উত্তর : ধর্ম সম্পর্কে মহানবি (স) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে তাদের ওপর তোমাদের ধর্ম চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা কর না।;

প্রশ্ন–ঙ. কোন চারটি কথা নবিজি (স) বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন?
উত্তর : মহানবি (স) নিচের চারটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলছেন –
১। আলাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো উপাসরা করো না।
২। অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করো না।
৩। পরের সম্পদ অপহরণ করো না।
৪। কারো ওপর অত্যাচার করো না।

প্রশ্ন–চ. তিনি আমাদের কাছে কোন দুইটি জিনিস রেখে গেছেন?
উত্তর : মহানবি (স) সম্মিলিত লাখো জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি–
এক. আলাহর বাণী অর্থাৎ কুরআন।
দুই. আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ রাসুলের জীবনের আদর্শ।
এই দুটি তোমাদের পথ দেখাবে।

৪. **ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।**

ক. **বিদায় হজ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?**
১. মদিনায় ২. মক্কায়
৩. আরাফাতের ময়ানে ৪. জেদ্দায়

খ. **আরাফাতের ময়দানে কত লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন?**
১. প্রায় এক লক্ষ ২. প্রায় দুই লক্ষ
৩. প্রায় তিন লক্ষ ৪. প্রায় চার লক্ষ

গ. **হযরত মুহাম্মদ (স) কাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছেন?**
১. সৈন্যদের ২. সাহাবিদের
৩. আলেমদের ৪. ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের

ঘ. **মহানবি (স) কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন?**
১. দুইটি ২. চারটি
৩. ছয়টি ৪. আটটি

ঙ. **মহানবির (স) চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন?**
১. মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য
২. মক্কা জয়ের আনন্দে
৩. সাহাবিদের নিয়ে হজ পালন করতে পারায়
৪. বিদায় হজের ভাষণে বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে

উত্তর : ক. ২. মক্কায়; খ. ২. প্রায় দুই লক্ষ; গ. ৪. ক্রীতদাস–ক্রীতদাসীদের; ঘ. ২. চারটি; ঙ. ৪. বিদায় হজের ভাষণে বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে।

৫. **নিচের বাক্যগুলো এককথায় প্রকাশ করি।**

যার তুলনা হয় না — অনুলনীয়
যার শত্রু জন্মায় নি — অজাতশত্রু
আকাশে যে উড়ে বেড়ায় — খেচর
বিদেশে থাকে যে — প্রবাসী
যা কষ্টে লাভ করা যায় — দুর্লভ
যা জলে চরে — জলচর

৬. **বিরামচিহ্নগুলো চিনে নিই।**

বিরামচিহ্নের নাম	চিহ্নের আকৃতি
কমা	,
সেমিকোলন	;
দাঁড়ি	।
জিজ্ঞাসা-চিহ্ন	?
বিস্ময়-চিহ্ন	!

বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে আমরা বিরামচিহ্ন ব্যবহার করি। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও এই চিহ্নের জায়গায় আমরা থামি।

এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি এবং ঠিক জায়গায় বিরামচিহ্ন বসাই :

এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে নবিজির (স) মন আনন্দে ভরে গেল এত মানুষ এরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে তাঁর মনে হলো হয়ত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ

উত্তর : এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে নবিজির (স) মন আনন্দে ভরে গেল। এত মানুষ! এরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাঁর মনে হলো, হয়ত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ।

৭. **কর্ম-অনুশীলন**

'বিদায় হজ' গল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো লিখ।

উত্তর : মহানবি (স) এর বিদায় হজের ভাষণের প্রতিটি বাক্যেই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তিনি সম্মিলিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছেন মূলত তা সমগ্র মানবজাতির জন্য মহামূল্যবান উপদেশ। তিনি বলেছেন, প্রতি মানুষের জীবন ও সম্পত্তি একে অপরের কাছে পবিত্র। আর পৃথিবীতে যারা ভালো কাজ করবে তার প্রতিদান দেয়া হবে পরকালে, আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে। ক্রীতদাস–ক্রীতদাসীরাও অন্য সবার মতোই মানুষ। তাদের সমান অধিকার দিতে হবে। এদের সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। আর ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি চলবে না। আল্লাহ ছাড়া কারো উপসনা করা যাবে না। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা যাবে না। মানুষের সম্পদ অপহরণ করা যাবে না। কারো ওপর অত্যাচার করা যাবে না।

বস্তুত, এসব বিষয় মেনে চলার মাঝেই নিহিত রয়েছে পরকালীন কল্যাণ। তার এ বিষয়গুলো আমাদের কাছে শিক্ষণীয়।

সমাপনীর পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা কী জান? প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে দু'ধরনের প্রশ্ন থাকে। একটি হলো যোগ্যতাভিত্তিক (পাঠ্যবই বহির্ভূত) অপরটি হলো সাধারণ প্রশ্ন (পাঠ্যবই ভিত্তিক)। নিচে তোমাদের জন্য NAPE (নেপ) কর্তৃক সর্বশেষ সংশোধিত প্রশ্নের ধারা অনুসরণে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ও বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর পরামর্শক্রমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যোগ্যতাভিত্তিক ও সাধারণ প্রশ্ন প্রদত্ত হলো। আশা করি এগুলো অনুশীলনে তোমাদের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হবে।

পাঠ–১ : পাঠ্যবইভিত্তিক অনুচ্ছেদ.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১, ২, ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দশম হিজরির হজের সময় এসে গেল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) অন্তরের গভীরে কাবার আহ্বান অনুভব করলেন। তিনি স্থির করলেন সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে হজ পালন করবেন। এই সংবাদ চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

যিলকাদ মাস। নবিজির (স) কাছে সমবেত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে হজ পালন করবেন। যিলকাদ মাসের শেষ দিকে মহানবি (স) সঙ্গে তাঁরা মক্কার পথে যাত্রা করলেন। যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেন নি তাঁরাও এই মহামানবকে এক বার দেখার জন্য কাবাশরিফে এলেন।

আরব দেশের নানা স্থান থেকে সেবার প্রাই দুই লক্ষ মানুষ হাজ পালন করতে আসেন। আরাফাতের ময়দানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে মহানবির (স) মন আনন্দে ভরে গেল। এত মানুষ! এরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাবালে রাহমাত নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। হজ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে নবিজির (স) এটিই শেষ ভাষণ। আর তাই এটি বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। মানবজাতি চিরদিন তাঁর এই ভাষণকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে।

১. **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ :**

i. **যিলহজ মাসের পূর্বের মাস কোনটি?**
ক. মাহে রমজান　　খ. যিলকাদ
গ. মহরম　　ঘ. ছয়াল

ii. **মহানবি (স) এর বিদায় হজটি ছিল —।**
ক. দশম হিজরি　　খ. একাদশ হিজরি
গ. প্রথম হিজরি　　ঘ. দ্বিতীয় হিজরি

iii. **মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) প্রথমে কার প্রশংসা করেছিলেন?**
ক. উপস্থিত সাহাবিদের　　খ. মক্কা বাসিদের
গ. মদিনা বাসিদের　　ঘ. আলাহ্‌ তা'য়ালার

iv. **একটি বিশেষ হাদিস হলো, 'সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে —।'**
ক. সরিয়ে রাখবে　　খ. জড়িয়ে রাখবে
গ. সরিয়ে রাখবে না　　ঘ. কোনটিই নয়

v. **যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে নবিজি শেষ ভাষণ রাখেন তা হলো—।**
ক. তোর পাহাড়　　খ. জাবালে রাহমাত
গ. নূর পাহাড়　　ঘ. আরাফাত পাহাড়

উত্তর : i. যিলকাদ; ii. ক. দশম হিজরি; iii. ঘ. আলাহ্‌ তা'য়ালার; iv. ক. সরিয়ে রাখবে; v. খ. জাবালে রাহমাত

২. **নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর লেখ :**

(ক) **বিদায় হজটি পালিত হত কোন সনে?**
উত্তর : হিজরী সনে।

(খ) **দশম হিজরীতে হজ পালনের সময় এত মানুষ দেখে নবিজির কী অনুভব হলো?**

উত্তর : দশম হিজরীর হজে নবিজি যখন দেখলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছেন। তা দেখে নবিজি আনন্দিত হলেন এবং তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা সাক্ষী, আমি কর্তব্য পালন করেছি। বিদায়।'

(গ) বিদায় হজে আমাদের কৃত কর্মের ব্যাপারে নবিজি কী বলেছিলেন?

উত্তর : বিদায়ত হজে আমাদের কৃত কর্মের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'মনে রেখ, একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। পৃথিবীতে তোমরা যে কাজ করেছ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন।'

৩. প্রদত্ত শব্দগুলোর অর্থ লেখ :

অন্তর, যিলকাদ, দ্রুত, ভাষণ, জাবালে রাহমাত

উত্তর :

অন্তর	হৃদয়
যিলকাদ	আরবী মাসের নাম
জাবালে রাহমাত	মক্কার একটি পাহাড়ের নাম
দ্রুত	তাড়াতাড়ি
ভাষণ	বক্তৃতা

৪. প্রদত্ত অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ :

উত্তর : দশম হিজরিতে হজ সমাবেশে মহানবি (স) যখন দেখলেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ হজ পালনের জন্য আরাফাত ময়দানে হাজির হয়েছেন। তখন তিনি খুবই খুশি হলেন এবং আল্লাহর আহ্বানে সমবেত মানুষের উদ্দেশ্য তিনি বক্তব্য রাখেন। যা ছিল মহানবির (স) সর্বশেষ হজ। এ হজে তিনি মানবের উদ্দেশ্যে মহা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং বিদায় নেন। তাই এ হজকে বিদায় হজ এবং এ ভাষণকে বিদায় হজের ভাষণ বলা হয়।

পাঠ–২ : পাঠ্যবই বহির্ভূত অনুচ্ছেদ.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫, ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর লেখ :

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা। ৫৭৩ খিস্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকে আবু বকর (রা) কোমল হৃদয় ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বড় কবি, সুবক্তা ও দানশীল ছিলেন। নবিজির দাওয়াত পেয়ে আবু বকর (রা) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সুখে–দুঃখে, আপদে–বিপদে আবু বকর (রা) নবিজির সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতেন। তিনি ছিলেন সাহসী ও প্রভাবশালী। আবু বকর (রা) ছিলেন গরিবের বন্ধু। নিঃস্ব, দুঃখী ও অভাবী মানুষের আপনজন ছিলেন তিনি। আবু বকর (রা) ছিলেন দায়িত্বশীল মানুষ। মহৎ আবু বকর (রা) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

৫. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:

(১) খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা কে?

ক হযরত আবু বকর (রা) খ হযরত উমর (রা)
গ হযরত আলী (রা) ঘ হযরত ওসমান (রা)

(২) হযরত আবু বকর (রা) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

ক ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে খ ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে
গ ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে

(৩) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে?

ক হযরত আলী (রা) খ হযরত আবু বকর (রা)
গ হযরত ওমর (রা) ঘ হযরত ওসমান (রা)

(৪) আবু বকর (রা) কার সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতেন?

ক কুহাফা উসমানের সাথে
খ নবিজির সাথে
গ হযরত ওমর (রা)–এর সাথে
ঘ মাতা সালমার সাথে

(৫) আবু বকর (রা) কখন মারা যান?

ক ৬০০ খ্রিস্টাব্দে খ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে
গ ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ঘ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর : (১) হযরত আবু বকর (রা); (২) ৫৭৩ খিস্টাব্দে; (৩) হযরত আবু বকর (রা); (৪) নবিজির সাথে; (৫) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে।

৬. নিচে কয়েকটি শব্দ এবং শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।

শব্দ	শব্দার্থ
বংশ	কুল
গোত্র	গোষ্ঠী
খলিফা	খেদমতগার
মহৎ	উদার
নিঃস্ব	সহায় সম্বলহীন

(ক) আবু বকর (রা) মক্কার কুরাইশ —— জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) তাইম —— অধিবাসী ছিলেন আবু বকর (রা)।

(গ) খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম—— ছিলেন আবু বকর (রা)।

(ঘ) —— মানুষ ছিলেন আবু বকর (রা)।

(ঙ) তিনি —— ও দুঃখীদের সাহায্য করতেন।

(ক) বংশে; (খ) গোত্রের; (গ) খলিফা; (ঘ) মহৎ; (ঙ) নিঃস্ব।

৭. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

(ক) হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা। ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কুহাফা উসমান আর মাতার নাম সালমা। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি। হযরত আবু বকর (রা) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

(খ) মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর প্রিয় সাহাবি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। তিনি ছিলেন আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। হযরত আবু বকর (রা) এর চারিত্রিক পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো :

১. জ্ঞানী আবু বকর (রা) : শিশুকাল থেকেই আবু বকর (রা) প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পবিত্র কোরআনের জ্ঞানও ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি কবি, সুবক্তা ও দানশীল ছিলেন।

২. সাহসী আবু বকর (রা) : আবু বকর (রা) ছিলেন সাহসী। তাই তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন।

৩. পরোপকারী : আবু বকর (রা) ছিলেন গরীবের বন্ধু। নিঃস্ব, দুঃখী ও অভাবী মানুষের আপনজন ছিলেন তিনি।

৪. দায়িত্বশীল : আবু বকর (রা) ছিলেন দায়িত্বশীল মানুষ। অভাবের জন্য উপোস করলেও তিনি রাজকোষের কিছু ভোগ করতেন না।

৫. মহৎ আবু বকর (রা) : ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রা)–সহ আরো অনেক ক্রিতদাসকে নিজের অর্থ দিয়ে ক্রয় করে তাদের মুক্তি দিয়ে তিনি মহানুভবতার পরিচয় দেন।

(গ) হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন সাধারণ ধনসম্পদের মালিক। কিন্তু দানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসীম বড় মনের মানুষ। তাছাড়া ইসলামের খেদমতে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ দানকারী। এমনকি নিজের ঘরের দুই বারের খাবার থাকলে একবারের খাবার গরিব বা ইসলামের খেদমতে বিলিয়ে দিতেন। তাই তাকে ইসলামের ত্রাণ কর্তা বলা হয়।

পাঠ–৩ : ব্যাকরণ ও নির্মিতি পাঠ

৮. নিচের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে একটি করে শব্দ তৈরি করি এবং তৈরিকৃত শব্দ দিয়ে একটি করে নতুন বাক্য লিখ :

জ্ব, ণ্ট, ঘ্ন, ণ্ঠ, প্র।

উত্তর :

যুক্তবর্ণ	যে যে বর্ণ দিয়ে তৈরি	গঠিত শব্দ
জ্ব	জ + ব–ফলা (্ব)	জ্বালা
ণ্ট	ণ + ট	ঘণ্টা
ঘ্ন	ঘ্ + ন	বিঘ্ন
ণ্ঠ	ণ + ঠ	কণ্ঠ
প্র	প্ + র–ফলা (্র)	প্রভাত

বাক্যে প্রয়োগ :

(ক) শহরে শব্দ দূষণ বড় জ্বালাময়।
(খ) ছুটির ঘণ্টা বাজছে।
(গ) শব্দ দূষণে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে।
(ঘ) মুয়াজ্জিন সুললিত কণ্ঠে আযান দেন।
(ঙ) ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাতে শহিদ মিনারে ফুল দেওয়া হয়।

৯. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ তা সারিতে সাজাও।

ন্যায়, দ্রুত, উপদেশ, উজ্জ্বল, অপরাধ।

উত্তর :

শব্দ	পদ
ন্যায়	বিশেষণ
ও	অব্যয়
তিনি	সর্বনাম
উজ্জ্বল	বিশেষণ
কাবা	বিশেষ্য

১০. নিচের ক্রিয়াপদগুলোর চলিত রূপ লিখ :

(ক) মানুষ কেমন করে জগতে **ঘুরিতেছে**।
(খ) কিসের আশায় মানুষ যন্ত্রণাকে বরণ **করিতেছে**?
(গ) পাতাল **ফাড়িয়া** আমি নামব।
(ঘ) আকাশ **ফুঁড়িয়া** আমি উঠব।
(ঙ) বিশ্বজগৎ আমি হাতের মুঠোই **দেখিব**।

উত্তর :

(ক) মানুষ কেমন করে জগতে **ঘুরছে**।
(খ) কিসের আশায় মানুষ যন্ত্রণাকে বরণ **করতেছে**?
(গ) পাতাল **ফেড়ে** আমি নামব।
(ঘ) আকাশ **ফুঁড়ে** আমি উঠব।
(ঙ) বিশ্বজগৎ আমি হাতের মুঠোই **দেখব**।

***অথবা,* এক কথায় প্রকাশ কর :**

তীব্র ইচ্ছা — সংকল্প।
কোনো কিছুতে ভয় নেই যার— অকুতোভয়।
এক যুগের পর আরেক যুগ— যুগান্তর।
কল্পনা করা যায় না এমন— অকল্পনীয়।
কোনো কিছু সাদরে গ্রহণ— বরণ।

১১. বিপরীত শব্দ লিখ :

বদ্ধ, বীর, মরণ, স্বর্গ, পাতাল, আপন

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
বদ্ধ	খোলা	স্বর্গ	নরক
বীর	কাপুরুষ	পাতাল	আকাশ
মরণ	বাঁচন	আপন	পর

***অথবা,* প্রতিশব্দ/সমার্থক লিখ :**

বদ্ধ, সংকল্প, মরণ, আশা, সিন্ধু।

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
বদ্ধ	বাঁধন, বন্ধন।
সংকল্প	প্রতিজ্ঞা, অভিলাষ।
মরণ	লোকান্তর, মৃত্যু।
আশা	আকাঙ্ক্ষা, কামনা।
সিন্ধু	সমুদ্র, সাগর।

১২. নিচের কবিতার চরণগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক. কবিতার লাইনগুলো সাজিয়ে লেখ।

যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে
ছুটছে তারা কেমন করে

থাকব নাক বদ্ধ ঘরে
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
কেমন করে ঘুরছ মানুষ
দেখব এবার জগৎটাকে

খ. কবিতার অংশটুকু কোন কবিতার অংশ তা লেখ।
গ. কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ. কিশোররা বিশ্বজগৎ ঘুরে দেখতে চায় কেন?

উত্তর :

ক. নিম্নে কবিতার লাইনগুলো সাজিয়ে লেখা হলো:

থাকব নাক বদ্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছ মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,

খ. কবিতার অংশটুকু 'সংকল্প' কবিতার অংশ।
গ. কবিতাটির কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম।
ঘ. জানা থেকে অজানায়, চেনা থেকে অচেনায়, দেখা থেকে অদেখায় প্রভৃতি রহস্য উদঘাটন করা মানুষের এক অদম্য ইচ্ছা। এজন্য কিশোররা বিশ্বজগতের এই রহস্যময় কৌতূহলকে আবিষ্কার করার জন্য পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখতে চেয়েছে।

***অথবা,* বিরাম চিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি পুনরায় লেখ।**

অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতূহল মানুষের কিশোরেরও তাই সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে অতলে অন্তরীক্ষে বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে কেন বরণ করে মৃত্যুকে

উত্তর : অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতূহল মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে বুঝতে চায়, কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অন্তরীক্ষে; বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে।

১৩. মনে করো, আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তুমি অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এ মর্মে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ফরমটি পূর্ণ কর।

প্রতিযোগিতা

১.	শিক্ষার্থীর নাম :
২.	বিদ্যালয়ের নাম :
৩.	শ্রেণি :
৪.	(ক) শিক্ষার্থীর মাতার নাম :
	(খ) শিক্ষার্থীর পিতার নাম :
৫.	বর্তমান ঠিকানা :
	গ্রাম/সড়ক : ......, পো: ......,
	উপজেলা : ......, জেলা : ......।
৬.	স্থায়ী ঠিকানা :
৭.	জন্ম তারিখ :
৮.	যেসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক :
	(ক) ....
	(খ) ....
	(গ) ....
.... প্রতিযোগিতাকারীর স্বাক্ষর	.... স্বাক্ষর

উত্তর : ফরম পূরণ অংশ দেখ।

১৪. দরখাস্ত বা চিঠি লেখ (১টি) :

মনে কর তুমি পঞ্চম শ্রেণির একটি ছাত্র। গত মাসের স্কুল বেতন দিতে দেরী হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ জরিমানা করেছে। তাই এখন বিলম্বে বেতন পরিশোধের অনুমতির জন্য অথবা জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।

অথবা, মনের কর তুমি সাম্প্রতিক একটি বনভোজন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলে। বনভোজনের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখ।

উত্তর : ব্যাকরণ পাঠের চিঠি–পত্রের অংশে দেখ।

১৫. যেকোনো একটি বিষয়ে রচনা লেখ :

ক. স্বাধীনতা দিবস
[সংকেত : সূচনা, ঐতিহাসিক পটভূমি, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় চেতনায় স্বাধীনতা দিবস, উপসংহার।]

খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত
[সংকেত : ভূমিকা, অবস্থান, জলপ্রপাত, বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য, উপসংহার।]

গ. স্যার জগদীশচন্দ্র বসু
[সংকেত : ভূমিকা, জন্ম, শিক্ষা, গবেষণা, আবিষ্কার, রচনা, উপসংহার।]

ঘ. স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন
[সংকেত : ভূমিকা, প্রেক্ষাপট, আমরা যাঁদের ভুলব না, অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব, শহিদ সাবের, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, রণদাপ্রসাদ সাহা, আলতাফ মাহমুদ, উপসংহার।

উত্তর : ব্যাকরণ পাঠের রচনা অংশে দেখ।

শহিদ তিতুমীর

শিখনফল : G cvV †_‡K Avgiv hv Rvb‡ev–	
	• তিতুমীর নামক এক জাতীয় বীরের শৈশবকাল • দেশকে ইংরেজমুক্ত করার জন্য তিতুমীরের চিন্তা • হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজদের প্রতিরোধ করা • অত্যাচারী শাসক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংগ্রাম • বাঁশ দিয়ে প্রতিরোধ দুর্গ নির্মাণ • স্বাধীনতার জন্য তিতুমীর ও তাঁর সঙ্গীদের প্রাণ উৎসর্গ

- **মূলভাব/সার-সংক্ষেপ :**

  তিতুমীরের জন্ম ১৭৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায়। তখন বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের মানুষ পরাধীন। তারা ইংরেজদের শোষণে নিপীড়নে অতীষ্ট। দেশবাসীকে পরাধীনতার জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার জন্য ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রতিরক্ষা হিসেবে গড়ে তোলেন এক সুগঠিত বাঁশের কেল্লা। নিজের ভক্ত অনুসারীদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার কৌশল ও প্রস্তুতি শেখাতে লাগলেন। এ খবর পেয়ে ১৮৩০ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠানো হয় তিতুমীরকে দমন করবার জন্য। কিন্তু আলেকজান্ডার তাঁর সিপাহি বাহিনী নিয়ে পরাস্ত হন তিতুমীরের হাতে। তারপর তিতুমীর কয়েকটি নীলকুঠি দখল করে নিলে কর্নেল স্টুয়ার্ড বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করেন। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ছারখান হয়ে গেল বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন বীর তিতুমীর। শহিদ হলেন অসংখ্য মুক্তিকামী বীর সৈনিক। এভাবে শেষ হলো যুদ্ধ। কিন্তু এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে।

- **পাঠের উদ্দেশ্য :**

  তিতুমীরের মতো একজন মহান দেশপ্রেমিকের বাল্যজীবন ও সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেয়া, যাতে তারাও প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দেশের শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে।

- **এ অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি :**

  ➢ দেশপ্রেমিক তিতুমীরের বাল্যজীবন।
  ➢ ইংরেজদের অত্যাচার দেখে তিতুমীরের ভাবনা।
  ➢ হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন।
  ➢ ইংরেজদের পরাজিত করে নীলকুঠি দখল।
  ➢ বাঁশ দিয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ স্থাপন।
  ➢ ইংরেজদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের কাছে বাঁশের কেল্লার পতন।
  ➢ দেশের জন্য তিতুমীর ও তার সঙ্গীদের জীবন দান।

- **বানান সতর্কতা :**

  সতর্কতার সাথে নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই–

  জন্ম, পশ্চিম, চব্বিশ, ইংরেজ, নিপীড়ন, জিঞ্জির, মুক্ত, বিরুদ্ধে, যুক্ত, প্রতিরক্ষা, কেল্লা, ভক্ত, সশস্ত্র, যুদ্ধ, প্রস্তুতি, ম্যাজিস্ট্রেট, আলেকজান্ডার, পরাস্ত, স্টুয়ার্ড, আক্রমণ, কিছুক্ষণ, মুক্তিকামী,অমর।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

১। **শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।**

জেদি	পরাধীন	দাপটে	ডনকুস্তি
অসিচালনা	দুর্ভেদ্য	দুর্গ	বাঁশের কেল্লা
শায়েস্তা	অমিত তেজ	মুক্তিকামী	

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
জেদি	একগুয়ে।
পরাধীন	অন্যের অধীন।
দাপট	প্রতাপ।
ডনকুস্তি	বিশেষ ধরনের কুস্তিবিদ্যা।
অসিচালনা	তলোয়ার চালনা।
দুর্ভেদ্য	যা সহজে ভেদ করা যায় না।
দুর্গ	প্রতিরক্ষা শিবির।
বাঁশের কেল্লা	বাঁশ দ্বারা নির্মিত দুর্গ।
শায়েস্তা	শাস্তি
অমিত তেজ	অসাধারণ প্রাণশক্তি
মুক্তিকামী	মুক্তির জন্য ব্যাকুল।

২। **ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।**

পরাধীন	ডনকুস্তি	অসিচালনা
দুর্গ	দাপটে	মুক্তিকামী

ক. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল ——।

খ. ইংরেজ কর্মচারীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলত দারুণ —।
গ. তিনি লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর — শিখলেন।
ঘ. সেকালে গ্রামে গ্রামে — আর শরীরচর্চার ব্যায়াম হতো।
ঙ. শহীদ হলেন অসংখ্য — বীর সৈনিক।
চ. হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গো নিয়ে তিনি তৈরি করলেন বাঁশের —।

উত্তর :

ক. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল **পরাধীন**।
খ. ইংরেজ কর্মচারীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলত দারুণ **দাপটে**।
গ. তিনি লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর **অসিচালনা** শিখলেন।
ঘ. সেকালে গ্রামে গ্রামে **ডনকুস্তি** আর শরীরচর্চার ব্যায়াম হতো।
ঙ. শহীদ হলেন অসংখ্য **মুক্তিকামী** বীর সৈনিক।
চ. হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গো নিয়ে তিনি তৈরি করলেন বাঁশের **দুর্গ**।

৩। **প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।**

প্রশ্ন–ক. তিতুমীর নামটি কেমন করে হলো? তাঁর প্রকৃত নাম কী?

উত্তর : শিশুকালে তিতুমীরের একবার কঠিন অসুখ হলো। রোগ সারানোর জন্য তাকে দেয়া হলো ভীষণ তেতো ঔষুধ। এমন তেতো ঔষুধ শিশু তো দূরের কথা বুড়োরাও মুখে নেবে না। অথচ এই ছোট্ট শিশু বেশ খুশিতেই খেল সে ঔষুধ প্রায় দশ-বারোদিন। বাড়ির লোকজন সবাই অবাক। এ কেমন শিশু, তোতো খেতে তার আনন্দ! এজন্যে ওর ডাক নাম রাখা হলে তেতো। তেতো থেকে তিতু। তাঁর সাথে মীর লাগিয়ে হলেন তিতুমীর।

তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী।

প্রশ্ন–খ. এ দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার চিন্তা কেন তাঁর মনে এলো?

উত্তর : তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। তখন ইংরেজরা চালাত অত্যাচার। অন্যদিকে ছিল দেশি জমিদারদের জুলুম। তিতুমীর এসব দেখতে দেখতে ১৯২২ সালে ৪০ বছর বয়সে হজ পালনের জন্য মক্কায় যান। পরিচিত হন ব্রিটিশের বিরোধী অন্যতম ব্যক্তিত্ব হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গো। তখন তিনি তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দেন।

প্রশ্ন–গ. হিন্দু-মুসলমান সবাইকে তিনি কী বলে একতাবদ্ধ করতে চাইলেন?

উত্তর : তিতুমীর বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশ থেকে অত্যাচারী ইংরেজ তাড়াতে হলে হিন্দু-মুসলিম সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ঠা দরকার। তাই এই দুই সম্প্রদায়ের মজলুম মানুষের জন্য তিনি কাজ করতে শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের সত্যিকার মুসলমান হতে আহ্বান জানালেন। আর হিন্দুদের বললেন অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁর কথায় সাড়া দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী ঐক্য গড়ে তুলেন।

প্রশ্ন–ঘ. ইংরেজদের পাশাপাশি কারা এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত?

উত্তর : ইংরেজদের পাশাপাশি আমাদের দেশি জমিদাররা দেশবাসীর ওপর অত্যাচার চালাত। কারণ, জমিদাররা ছিল ইংরেজদের দালাল। তারা নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ শাসকদের তাবেদারি করত। খাজনা আদায় করতে গিয়ে অনেক অত্যাচার, অবিচার করত।

প্রশ্ন–ঙ. নারকেলবাড়িয়া কোথায়? এখানে তিতুমীর কী তৈরি করলেন?

উত্তর : অবিভক্ত ভারতবর্ষের পশ্চিমবর্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় নারকেলবাড়িয়া অবস্থিত।

নারকেলবাড়িয়ায় তিতুমীর 'বাঁশের কেল্লা' তৈরি করেছিলেন।

প্রশ্ন–চ. কত খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের কাছে ব্রিটিশ শক্তি পরাজিত হয়?

উত্তর : ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনী ১৮৩০ সালে তিতুমীরের হাতে পরাজিত হন।

প্রশ্ন–ছ. কখন কোন ইংরেজ সেনাপতির নেতৃত্বে তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয়?

উত্তর : ১৮৩১ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার এবং ১৯৩১ সালের ১৯ নভেম্বর সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডকে–এর নেতৃত্বে তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকের যুদ্ধ পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন–জ. তিতুমীর কীভাবে শহিদ হলেন?

উত্তর : ১৮৩০ সালের যুদ্ধে ইংরেজ সরকার পরাজয় বরণ করলেও পরে ১৮৩১ সালের ১৯এ নভেম্বর সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডকে–এর নেতৃত্বে হাজার হাজার সৈনিক ও গোলাবারুদসহ যুদ্ধ পরিচালনা করেন তিতুমীরের বিরুদ্ধে। তিতুমীর আর তাঁর সীমিত সংখ্যক সৈনিক নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ছারখান হয়ে যায় নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন তিতুমীর। ইংরেজদের হাতে বন্ধি হয় তিতুমীরের ২৫০ জন সৈনিক। কারো হয় কারাদন্ড, কারো ফাঁসি। এভাবে শেষ হলো যুদ্ধ। কিন্তু এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে।

প্রশ্ন–ঝ. পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহিদ কে?

উত্তর : ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহিদ সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

প্রশ্ন–ঞ. শহিদ তিতুমীর কেন অমর হয়ে আছেন?

উত্তর : আজ থেকে প্রায় পৌনে দু শ বছর আগে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। তাঁকে দমন করার জন্য ইংরেজ বাহিনী গোলাবারুদ নিয়ে বাঁশের কেল্লায় আক্রমণ করে। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ধ্বংস হয় নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন তিতুমীর। বন্দি হয় তিতুমীরের ২৫০ জন সৈনিক। পরে কারো কারাদন্ড, কারো ফাঁসি হয়। যুদ্ধ শেষ হলো। কিন্তু এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের হৃদয়ে।

৪. **নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।**

বাঁশের কেল্লা	জেদি	সশস্ত্র
শায়েস্তা	প্রিয়পাত্র	দুর্ভেদ্য

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	বাক্য
বাঁশের কেল্লা	বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন তিতুমীর।
জেদি	ছেলেবেলায় তিতুমীর ছিলেন জেদি স্বভাবের।
সশস্ত্র	স্টুয়ার্ডের বাহিনী ছিল সশস্ত্র।
শায়েস্তা	ইংরেজরা তিতুমীরকে শায়েস্তা করতে

	সৈনিক পাঠিয়েছিল।
প্রিয়পাত্র	জমিদাররা ছিল ইংরেজদের প্রিয়পাত্র।
দুর্ভেদ্য	বাঁশের কেল্লা ছিল খুবই দুর্ভেদ্য।

৫. ঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিই।

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী?
১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
✓২. সৈয়দ মীর নিসার আলী
৩. মোঃ শামসুল হক
৪. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

খ. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন এদেশ কাদের অধীন ছিল?
১. ফরাসিদের ২. ডাচদের
✓২. ব্রিটিশদের ৪. পর্তুগিজদের

গ. মক্কায় কোন সংগ্রামী পুরুষ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সাথে তিতুমীরের পরিচয় হয়েছিল?
✓১. হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে
২. হাফেজ নেয়ামত উল্লার সঙ্গে
৩. গোলাম মাসুদের সঙ্গে
৪. হযরত আলী (রা) এর সঙ্গে

ঘ. তিতুমীরের দুর্গের নাম কী?
১. লাঠির কেল্লা ২. লোহার কেল্লা
৩. বেতের কেল্লা ✓৪. বাঁশের কেল্লা

ঙ. তিতুমীর ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কত সালে পরাজিত করেন?
১. ১৮২২ ✓২. ১৮৩০
৩. ১৮৩১ ৪. ১৮৩৪

চ. তিতুমীর ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন কেন?
১. তাঁর সৈনিকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে
✓২. প্রশিক্ষিত সৈন্য ও উন্নত অস্ত্র-সস্ত্রের অভাবে
৩. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে
৪. অদূরদর্শিতার কারণে

উত্তর : ক. ২. সৈয়দ মীর নিসার আলী; খ. ২. ব্রিটিশদের; গ. ১. হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে; ঘ. ৪. বাঁশের কেল্লা; ঙ. ২. ১৮৩০; চ. ২. প্রশিক্ষিত সৈন্য ও উন্নত অস্ত্র–সস্ত্রের অভাবে।

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

পরাধীন	স্বাধীন	বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।
তেতো	....	....
পরাস্ত	....	....
দুর্বল	....	....
আনন্দ	....	....
শান্ত	....	....

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
তেতো	মিষ্ট	বাংলা ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্ট ভাষা।
পরাস্ত	বিজয়ী	তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেননি।
দুর্বল	সবল	ইংরেজ বাহিনী অস্ত্রগুণে সবল হয়ে ওঠেছিল।
আনন্দ	দুঃখ	বাঙালিরা ছিল দুঃখে ভাড়াক্রান্ত।
শান্ত	অশান্ত	তিতুমীরকে মারার জন্য ইংরেজ বাহিনী অশান্ত হয়ে

৭. কর্ম–অনুশীলন

শহিদ তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' সম্পর্কে যা জান লিখ।

উত্তর : তিতুমীরের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষের মানুষ ছিল পরাধীন। তারা ইংরেজদের শোষণ ও নিপীড়নে ছিল অতিষ্ট।

১৮২২ সালে দেশবাসীকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য তিতুমীর ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শুরু হলো তাঁর ওপর অত্যাচার। তিনি নিজ গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন বারাসাতের নারকেলবাড়িয়ায়। নারকেলবাড়িয়ার লোকজন তাঁর আহ্বানে সুসংগঠিত হন। তিনি হাজার হাজার সাধারণ মানুষ নিয়ে প্রতিরক্ষা হিসেবে গড়ে তোলেন এক দুর্ভেদ্য বাঁশের দুর্গ। এটাই ঐতিহাসিক নারকেলবাড়িয়ার 'বাঁশের কেল্লা' নামের পরিচিত। সেখানে তিতুমীর নিজের ভক্ত অনুসারীদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার কৌশল ও প্রস্তুতি শেখাতেন। কেল্লায় সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার। কিন্তু ১৮৩১ সালে ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডের বিরাট সেনাবহর ও গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে ধ্বংস হয় বাঁশের কেল্লা। এ যুদ্ধে শহিদ হন তিতুমীর।

সমাপনীর পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা কী জান? প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে দু'ধরনের প্রশ্ন থাকে। একটি হলো যোগ্যতাভিত্তিক (পাঠ্যবই বহির্ভূত) অপরটি হলো সাধারণ প্রশ্ন (পাঠ্যবই ভিত্তিক)। নিচে তোমাদের জন্য NAPE (নেপ) কর্তৃক সর্বশেষ সংশোধিত প্রশ্নের ধারা অনুসরণে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ও বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর পরামর্শক্রমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যোগ্যতাভিত্তিক ও সাধারণ প্রশ্ন প্রদত্ত হলো। আশা করি এগুলো অনুশীলনে তোমাদের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হবে।

পাঠ–১ : পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ

প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে ১, ২, ৩ ও ৪ ক্রমিক প্রশ্নের উত্তর লেখ :

১৮৩১ সালের ১৯এ নভেম্বর। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তখন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল। তিতুমিরকে শায়স্তা করার জন্য তিনি পঠালেন বিরাট সেনাবহর আর গোলন্দাজ বাহিনী। এর নেতৃত্ব দেওয়া হলো সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডকে। স্টুয়ার্ড আক্রমণ করলেন তিতমীরের বাঁশের কেল্লা। তখন ভালো করে ভোর হয়নি। আবছা আলো।স্টুয়ার্ডের ছিল হাজার হাজার প্রশিক্ষিত সৈন্য আর অজস্র গোলাবারুদ। তিতুমীরের ছিল মাত্র চার-পাঁচ হাজার স্বাধীনতাপ্রিয় সৈনিক। তাঁর না ছিল কামান, না ছিল গোলাবারুদ, বন্দুক। তবে তাঁদের মনে ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবার অমিত তেজ।

প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। তিতুমির আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ছারখার হয়ে গেল নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন বীর তিতুমীর। শহিদ হলেন অসংখ্য মুক্তিকামী বীর সৈনিক। তিতুমীরের ২৫০ জন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করল। কারো হলো কারাদন্ড, কারো হলো ফাঁসি। এভাবেই শেষ হলো যুদ্ধ। কিন্তু এ

যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে। আজ থেকে প্রায় পৌনে দু শ বছর আগে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে বীর তিতুমীরই হলেন বাংলার প্রথম শহিদ।

১. সঠিক উত্তরটি উত্তর পত্রে লেখ :

(i) ১৮৩১ সালে ভারতবর্ষের গর্ভনর জেনারেল ছিলেন ——

(ক) লর্ড রিপন (খ) লর্ড বেন্টিঙ্ক
(গ) লর্ড ডালহৌসি (ঘ) লর্ড ম্যাউন ব্যাটেন

(ii) কাকে শায়েস্ড্র করার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ক বিরাট সেনাবাহিনী আর গোলাবার্ন্দ পাঠালেন?

(ক) তিতুমীরের জন্য (খ) ক্ষুদিরামের জন্য
(গ) সূর্যসেনের জন্য (ঘ) প্রীতিলতার জন্য

(iii) তিতুমীরের বাঁশের কেলণ্ঢা আক্রমণ করেন ——

(ক) ব্রড (খ) সেনাপতি
(গ) স্টুয়ার্ড (ঘ) আলেকজান্ডার

(iv) তিতুমির আর তার বীর সৈনিকরা কাদের বির্ন্দ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন?

(ক) ফারাসি বাহীনির (খ) পর্তুগিজ বাহিনীর
(গ) স্প্যানিশ বহিনীর (ঘ) ইংরেজ বাহিনীর

(v) ইংরেজ বাহিনীর গোলার আঘাতে ছরখার হয়ে গেল নারকেলবাড়িয়ার ——

(ক) বাঁশের কেল্লা (খ) খেজুরের কেল্লা
(গ) নারকেলে কেল্লা (ঘ) সুপারি কেল্লা

(vi) তিতুমীরের কতজন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করল?

(ক) ২৩০ (খ) ২৪০
(গ) ২৫০ (ঘ) ২৬০

উত্তর : (i) (খ) লর্ড বেন্টিঙ্ক; (ii) (ক) তিতুমীরের জন্য; (iii) (গ) স্টুয়ার্ড; (iv) (ঘ) ইংরেজ বাহিনীর; (v) (ক) বাঁশের কেল্লা; (vi) (গ) ২৫০।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :

ক. কাকে শায়েস্তা করার জন্য সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডকে পাঠানো হলো?

উত্তর: তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ডকে পাঠানো হলো।

খ. কীভাবে তিতুমীর শহিদ হলেন?

উত্তর: ১৮৩১ সালের ১৯এ নভেম্বর সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ড–এর নেতৃত্বে বিরাট সেনাবহর আর গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। তিতুমীর তার সীমিত সংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরেজ সৈনিকের গোলার আঘাতে ছারখার হয়ে যায় নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন বীর তিতুমীর।

গ. তিতুমীর কীভাবে অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে?

উত্তর: আজ থেকে প্রায় দুশ বছর আগে তিতুমীর পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। তাকে দমন করার জন্য সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ড–এর নেতৃত্বে বিরাট সেনাবহর ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈনিকের গোলার আঘাতে ছারখার হয়ে যায় নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন বীর তিতুমীর। তিতুমীরের ২৫০ জন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্ধি করে। কাউকে দিল কারাদন্ড, আর কাউকে ফাঁসি। আর এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এদেশের মানুষের মনে।

৩. নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখি :

শায়েস্তা, বিরাট, বাঁশের কেল্লা, যুদ্ধ, পরাধীন।

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	অর্থ
শায়েস্তা	শান্তি, জব্দ।
বিরাট	বিশাল, অনেক।
বাঁশের কেল্লা	বাঁশ দিয়ে তৈরি কেল্লা বা দুর্গ।
যুদ্ধ	লড়াই, সংগ্রাম।
পরাধীন	পরের অধীন, স্বাধীন নয়।

৪. অনুচ্ছেদটির মূলভাব লিখি :

উত্তর : আজ থেকে প্রায় পৌনে দুশ বছর আগে তিতুমীর পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁকে দমন করার জন্য ইংরেজ বাহিনী নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করেন। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপ্রণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীর গোলার আঘাতে শহিদ হলেন বীর তিতুমির। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে বীর তিতুমীরই হলেন বাংলার প্রথম শহিদ।

পাঠ–২ : পাঠ্যবই বহির্ভূত অনুচ্ছেদ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বই মানুষের জীবনের সর্বোত্তম বন্ধু। তোমার অনেক ভালো বন্ধু থাকতে পারে কিন্তু প্রয়োজনের সময় তুমি নাও পেতে পার। তারা তোমার সাথে ভদ্রভাবে কথা নাও বলতে পারে। দুই একজন মিথ্যাও প্রমাণিত হতে পারে এবং তোমাকে ক্ষতিও করতে পারে। কিন্তু বই সর্বদাই তোমার পাশে থাকার জন্য প্রস্তুত আছে। কিছু কিছু বই তোমাকে হাসাবে, কিছু কিছু বই তোমাকে আনন্দ দিবে আবার কিছু কিছু তোমাকে জ্ঞান এবং নতুন ধারণা দিবে এবং তোমাকে মহৎ করে তুলবে। তারা সারা জীবনব্যাপী তোমার বন্ধু।

৫. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:

(i) কে তোমার ক্ষতি করতে পারে?

ⓚ বন্ধুরা ⓚ সহকর্মীরা
ⓖ বই ⓖ সহপাঠীরা

(ii) কে সর্বদা তোমার পাশে থাকতে প্রস্তুত?

ⓚ প্রকৃত বন্ধুরা ⓚ বই
ⓖ শিক্ষকেরা ⓖ প্রতিবেশীরা

(iii) বই কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?

ⓚ জ্ঞানের বাহন ⓚ লাইব্রেরির সৌন্দর্য
ⓖ ঘরের সৌন্দর্য ⓖ ছাত্রশিক্ষকের দিকনির্দেশক

(iv) শিক্ষক বললেন, 'বেশি বেশি খেলাধুলা করবে এবং বই পাঠ করবে'– জ্ঞানের জন্য তুমি কোনটি বেচে নিবে?

ⓚ ফুটবলা খেলা ⓚ বই পড়া
ⓖ খ্রিকেট খেলা ⓖ ব্যায়াম করা

(v) তুমি ছাত্র, তোমার জন্মদিনে একজন বই উপহার দিল, অন্যরা হাসাহাসি করতে লাগলো, এ উপহারটি তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখবে?

ⓚ মহান উপহার ⓦ সামান্য উপহার
ⓖ কোন উপহারের যোগ্য নয় ⓘ তামাসার উপহার

(vi) তোমার মতে কারো উপহার দিতে হলে কোন উপহারটি বেছে নিবে?

ⓚ সোনার জিনিস ⓦ বই
ⓖ শাড়ি–গাড়ি ⓘ টাকা–পয়সা

উত্তর: (i) ⓚ বন্ধুরা; (ii) ⓦ বই; (iii) ⓚ জ্ঞানের বাহন; (iv) ⓦ বই পড়া; (v) ⓚ মহান উপহার; (vi) ⓦ বই।

৬. নিচে কয়েকটি শব্দ এবং শব্দার্থ দেয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর:

শব্দ	শব্দার্থ
বন্ধু	সুহৃদ
আনন্দ	পুলক
ক্ষতি	লোকসান
জ্ঞান	অনুভব শক্তি
মহৎ	উদার

ক. বই মানুষের জীবনের সর্বোত্তম —।
খ. বই সর্বদা আমাদের — দিয়ে থাকে।
গ. দুই একজন বন্ধু তোমার — করতে পারে।
ঘ. বই আমাদের নতুন — ও ধারণা দেয়।
ঙ. বই তোমাকে — করে তুলবে।

উত্তর: ক. বন্ধু; খ. আনন্দ; গ. ক্ষতি; ঘ. জ্ঞান; ঙ. মহৎ।

৭. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. বন্ধুরা কেন সর্বদা ভালো সঙ্গী নয়? বই কীভাবে আমাদের উপকার করে?

উত্তর: বন্ধুরা সব সময় ভালো সঙ্গী নয় কারণ তারা স্বার্থপর। আমার প্রয়োজনের সময় তাদের কাছে নাও পেতে পারি। তারা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। প্রয়োজনের সময় তারা আমাদের উপকারের পরিবর্তে অপকারও করতে পারে। কিন্তু বই আমাদেরকে আনন্দ, জ্ঞান, নতুন নতুন ধারণা দিয়ে এবং মহৎ মানুষ তৈরি করে উপকৃত করে। বই কখনও মিথ্যা বন্ধুর মতো দূরে সরে যায় না। সে সবসময় আমার পাশে পাশে থাকে।

খ. অনুচ্ছেদের সারাংশ লেখ।

উত্তর: প্রকৃত বন্ধু তারা যারা আমাদের ক্ষতি করে না অথবা কর্কশ আচরণ করে না এবং তারা আমাদের পাশে থাকতে প্রস্তুত। সুতরাং, এই মতানুসারে বই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। বিভিন্নভাবে বই আমাদের উপকারে আসে।

গ. তোমার পড়া প্রিয় বই সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখ।

উত্তর : পড়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং নিষকলুষ নেশা। আমারও এই পবিত্র নেশাটি রয়েছে। বলতে গেলে এই ক্ষুদ্র জীবনেই আমি এক মারাত্মক নেশা-ঘোরে আক্রান্ত। আমার সংগ্রহে ইতোমধ্যেই জড়ো হয়েছে বেশ কিছু বিচিত্র বই। আমি বই পড়ি প্রায় বাছবিচার না করেই। সেই সূত্রে বহু বিষয়ের বহু বই–ই আমার পড়া হয়ে গেছে।

ঘ. বই মানুষকে কোন কোন দিক থেকে উপকার করে থাকে?

উত্তর : বই মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করে। মানুষকে বিবেকবান হতে সাহায্য করে। বই মানুষকে নিজের অধিকার আদায়ের উপায় শেখায়। মানুষকে সৎ, সুন্দর ও উদার হতে শেখায়।

পাঠ–৩ : ব্যাকরণ ও নির্মিতি অংশ

৮. নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি তা লেখ এবং প্রদত্ত যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ লেখ:

ন্ধ, ক্ষ, স্ত, ন্দ, জ্ঞ।

উত্তর :

যুক্তবর্ণ	বিভাজন	শব্দগঠন
ন্ধ	ন + ধ	বন্ধু
ক্ষ	ক + ষ	ক্ষতি
স্ত	স + ত	প্রস্তুত
ন্দ	ন + দ	আনন্দ
জ্ঞ	জ + ঞ	জ্ঞানী

৯. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ তা সারিতে সাজাও।

তেতো, জুলুম, তাঁর, দুর্গ, তবে।

উত্তর :

শব্দ	পদ
তেতো	বিশেষণ
জুলুম	বিশেষণ
তাঁর	সর্বনাম
দুর্গ	বিশেষ্য
তবে	অব্যয়

১০. ক্রিয়াপদের চলিতরূপ লেখ :

(ক) সে–বই তুমি **পড়িবে**।
(খ) প্রদীপ **জ্বালাইয়া** বই পড়ি।
(গ) বইয়ের পাতা স্বপ্ন **বলিয়া** দেয়।
(ঘ) পাতায় পাতায় গোলাপ ফুল **ফুটিয়াছে**।
(ঙ) যে বই অন্ধ করে তা তুমি **ধরিবে** না।

উত্তর :

(ক) সে–বই তুমি **পড়বে**।
(খ) প্রদীপ **জ্বেলে** বই পড়ি।
(গ) বইয়ের পাতা স্বপ্ন **বলে** দেয়।
(ঘ) পাতায় পাতায় গোলাপ ফুল **ফুটেছে**।
(ঙ) যে বই অন্ধ করে তা তুমি **ধরবে** না।

***অথবা,* এক কথায় প্রকাশ কর :**

(ক) চোখে দেখতে পায় না এমন— **অন্ধ**।
(খ) যিনি বইকে ভালোবাসেন — **বইপ্রেমিক**।
(গ) যিনি পাঠ করেন— **পাঠক**।
(ঘ) যিনি বই লেখেন— **লেখক**।
(ঙ) যিনি পড়েন– **পড়ুয়া**।

১১. বিপরীত শব্দ লেখ :

স্বার্থপর, সুন্দর, মানুষ, ঈর্ষা, জ্বালা

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
স্বার্থপর	স্বার্থহীন	ঈর্ষা	প্রীতি
সুন্দর	কুৎসিত	জ্বালা	নেভা
মানুষ	অমানুষ		

***অথবা,* প্রতিশব্দ/সমার্থক শব্দ গঠন কর :**

প্রদীপ, সূর্য, বই, আলো, পৃথিবী

উত্তর :

শব্দ	–	সমার্থক শব্দ
প্রদীপ	–	বাতি, দীপ

সূর্য	–	রবি, দিবাকর।
বই	–	কিতাব, পুস্তক।
আলো	–	কিরণ, রশ্মি।
পৃথিবী	–	জগৎ, দুনিয়া।

১২. নিচের কবিতার চরণগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক. **কবিতার লাইনগুলো সাজিয়ে লেখ।**

পাতায় পাতায় গোলাপ ফোটে
যে-বই তুমি পড়বে
সে-বই জুড়ে সূর্য ওঠে
বইয়ের পাতার প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে
যে–বই জ্বালে ভিন্ন আলো

খ. **কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ তা লেখ।**

গ. **কবিতাটির কবির নাম কী?**

ঘ. **বই পড়ার ক্ষেত্রে কোন দিকগুলো বিবেচনা করতে হবে?**

উত্তর :

ক. নিচে কবিতার লাইনগুলো সাজিয়ে লেখা হলো :

বইয়ের পাতার প্রদীপ জ্বলে
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।
সে–বই জুড়ে সূর্য ওঠে
পাতায় পাতায় গোলাপ ফোটে
যে–বই তুমি পড়বে।
যে–বই জ্বালে ভিন্ন আলো

খ. কবিতার অংশটুকু 'বই' কবিতার অংশ।

গ. কবিতাটির কবির নাম হুমায়ুন আজাদ।

ঘ. বই পড়ার ক্ষেত্রে এমন বই পড়তে হবে, যে বই পড়লে জীবনের অন্ধকার দূর হয় এবং মন আলোকিত হয়। এমন বই পড়া যাবে না, যে বই পড়লে ভয়-ভীতি, জাতি-বর্ণ ভেদাভেদ চলে আসে। যে বই জ্ঞানের বিস্তার ঘটায় তা পড়তে হবে। তাই এমন বই পড়তে হবে, যা প্রদীপের মতো জীবনের আলোয় আলোকিত করে তোলে।

১৩. তুমি ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হতে চাও। এ মর্মে একটি ইংরেজি ক্লাবে যোগদান করতে আগ্রহী। প্রতিষ্ঠানের খালি ফরমটি পূরণ কর।

উত্তরা ইংলিশ কোর্স একাডেমি ২২ উত্তরা, ঢাকা	
নাম :	
মাতার নাম :	
পিতার নাম :	
পরিবারের সদস্য :	
জন্ম তারিখ :	
স্থায়ী ঠিকানা :	
যে কোর্সে ভর্তি হবে :	
.... কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর	.... স্বাক্ষর

উত্তর : ফরম পূরণ অংশ দেখ।

১৪. দরখাস্ত বা চিঠি লেখ (১টি) :

মনে করো, তুমি আশিকুর। আগামী তিনদিন পর তোমার বড় বোনের বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। বোনের বিবাহ উপলক্ষে তিন দিনের অগ্রিম ছুটির জন্য একটি আবেদন পত্র লেখ।

অথবা, মনে করো, তুমি রাজন। তুমি পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছ। এখন নতুন শ্রেণির বই কেনার জন্য এক হাজার টাকা চেয়ে বাবার কাছে চিঠি লেখ।

উত্তর : পত্র লিখন অংশ দেখ।

১৫. রচনা লেখ (যেকোনো ১টি) :

১. এভারেস্ট/হিমালয়ে বাংলাদেশ

[সংকেত : ভূমিকা, অবস্থান, উচ্চতা, শেরপা, হিমালয়ের চূড়ায় প্রথম, মুসা ইব্রাহিম, এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার, ওয়াসফিয়া নাজরীন, আমাদের প্রেরণা, উপসংহার।]

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

[সংকেত : ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, স্বাধীনতা-আন্দোলন, প্রবাসী সরকার গঠন, মুক্তিসংগ্রাম, শত্রুর আত্মসমর্পণ, মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উপসংহার।]

৩. বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

[সংকেত : ভূমিকা, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর, আবিষ্কার, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, উপসংহার।]

৪. বইমেলা বা পুস্তক প্রদর্শনী বা গ্রন্থমেলা

[সংকেত : ভূমিকা; গ্রন্থমেলার সময়, স্থান ও আয়োজন; বিচিত্র মেলা বনাম বইমেলা; লেখক, প্রকাশক ও ক্রেতার সুযোগ; বই কেনার আগ্রহ বৃদ্ধি; ক্রেতাদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়; মেলার উৎসবমুখর পরিবেশ; বইমেলার প্রয়োজনীয়তা; উপসংহার।]

উত্তর : রচনা অংশ দেখ।

সমাপনীর প্রস্তুতির জন্য আরো কিছু শিখে রাখি

যুক্তবর্ণগুলো বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও। (৫টি)

শ্ব, জ্ঞ, ক্ত, ক্ষ, ব্রু

উত্তর :

যুক্তবর্ণ	বিভাজন	বাক্যে প্রয়োগ
শ্ব	শ্ + ব	শ্বাস কার্যে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি।
জ্ঞ	জ্ + ঞ	জ্ঞান অর্জন ভালো কাজ।
ক্ত	ক্ + ত	যা-তা বক্তব্য দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করো না।
ক্ষ	ক্ + ষ	আমাদের শ্রেণিকক্ষটি অনেক বড়।
ব্রু	ব্ + র + উ - কার (ু)	২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতি মাতৃভাষা দিবস।

বিপরীত শব্দ লেখ : *[প্র.শি.স.প.২০১২]*

সাফল্য, সুন্দর, বিষাদ, নীরব, জন্ম, ভীরু।

উত্তর :

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
সাফল্য	ব্যর্থতা	নীরব	সরব
সুন্দর	কুৎসিত	জন্ম	মৃত্যু
বিষাদ	হর্ষ	ভীরু	সাহসী